যুগান্তর

তারিখ: 03 AUG 2015 পৃষ্ঠা: ৪ কলাম: ৩

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ

শিক্ষকরা কেন প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চান

দেশের বেসরকারি স্কুল-কলেজ-কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসা থেকে শুরু করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মনে করেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হস্তক্ষেপ তাদের পেশাগত প্রত্যাশা পূরণ ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে পারে। শিক্ষাবিষয়ক সংসদীয় কমিটির সর্বশেষ ২৯ জুলাইয়ের সভায়ও সিদ্ধান্ত হয়েছে— কমিটির চেয়ারম্যান শিগগিরই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এমপিও বৃদ্ধির বিষয়টি তার কাছে তুলে ধরে বর্তমান অর্থবছরে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবি জানাবেন। বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ মোর্চা, জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টও গত পরও সব জেলার ডিসিদের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে নতুন জাতীয় পে স্কেলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য। প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দিলেও শিক্ষামন্ত্রীকেও অনুলিপি দেয়ার রেওয়াজ চলে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। এবার তার ব্যত্যয় ঘটেছে। শিক্ষায় ক্রমান্বয়ে আনুপাতিক হারে বরাদ্দ হ্রাস এবং বিশেষ করে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার মান নিয়ে অর্থমন্ত্রীর প্রকাশ্য বিরূপ মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ এ দুটি মন্ত্রণালয়ের নৈকট্যে ব্যবধান সূচিত করেছে এ আশংকা শিক্ষক-কর্মচারীদের পেশাগত প্লাটফরম নেতৃত্ব মনে করলেও করতে পারেন। তা তাদের অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের বিষয়। তবে তাদের প্রত্যাশা পূরণের সক্ষমতা এবং শিক্ষকদের প্রতি সংবেদনশীলতা বিবেচনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আস্থাশীল তা বলা চলে। অতীতেও দেখা গেছে, প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা যখন এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের ১০ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি কীভাবে সম্ভব, তা নিয়ে হিসাব-নিকাশ ও সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে ব্যস্ত, তখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এক ধরনের আগ বাড়িয়ে বলতে শোনা যায়, শিক্ষকদের শতভাগ বেতন দিতে বাধা কোথায়?

প্রস্তাবিত অষ্টম বেতন স্কেল সোমবার অর্থাৎ আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে পাস হতে পারে বলে পত্রপত্রিকায় সংবাদ ছাপা হয়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মর্যাদা বাড়ানো এবং বেসরকারি স্কুল-কলেজ, কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসার এমপিওভুক্ত পাঁচ লাখ শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন স্কেলে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা আসেনি। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতন স্কেল ১ জুলাই থেকে কার্যকর করার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। তবে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারী একই সময় থেকে নতুন স্কেলে বেতন-ভাতা পাবেন কিনা, তা নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীরা উদ্বিগ্ন। অন্যদিকে শিক্ষকদের মর্যাদা বাড়িয়ে প্রস্তাবিত বেতন কাঠামো সংশোধনের দাবি জানিয়েছেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। তাদের বক্তব্য, সপ্তম বেতন স্কেলে সচিব, সিলেকশন গ্রেডের অধ্যাপক ও মেজর জেনারেল পদের ব্যক্তিদের 'এক নম্বর' গ্রেডে রাখা হলেও এ বেতন স্কেলে সিলেকশন গ্রেডের অধ্যাপক এবং অধ্যাপকদের বেতন আগের তুলনায় তিন ধাপ নেমে গেছে।

অন্যদিকে এমপিওভুক্ত পাঁচ লাখ শিক্ষক-কর্মচারী তাদের মূল বেতনের শতভাগ সরকারি কোষাগার থেকে পান। সেসঙ্গে ৫০০ টাকা বাড়িভাড়া, ৩০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা, শিক্ষকরা মূল বেতনের ২৫% শতাংশ ও কর্মচারীরা ৫০% শতাংশ উৎসব ভাতা হিসেবে পেয়ে থাকেন। তবে শিক্ষকরা সারা জীবনে যে একটি মাত্র-বার্ষিক প্রবৃদ্ধি পেয়ে থাকেন তা ১৯৯১ সালের স্কেলে। শেখ হাসিনার নির্দেশনায় এর আগে শিক্ষক-কর্মচারীরা বিনা আন্দোলনে স্কেলভুক্ত

> এ পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তাদের প্রাপ্য মর্যাদা, এমপিওভুক্ত এবং এমপিওর জন্য অপেক্ষমাণ শিক্ষক-কর্মচারীরা স্কেলভুক্তি ও প্রাথমিক শিক্ষকরা তাদের পদোন্নতির জন্য শেখ হাসিনার দিকে চেয়ে আছেন। তাদের একান্ত আশা, অর্থ মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে যেখানে যতটুকু প্রয়োজন উপযুক্ত নির্দেশনা দিয়ে তিনি তাদের প্রত্যাশা পূরণ করবেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরই মধ্যে অবশ্য সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রস্তাবিত বেতন স্কেল বাস্তবায়নের ব্যাপারে আশ্বস্ত করেছেন।

হলেও এবার বিশেষ করে জাতীয় বেতনক্রম নির্ধারণের জন্য গঠিত কমিটির বরাত দিয়ে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার সংবাদের কারণে তাদের মধ্যে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। সাধারণত জাতীয় বেতনক্রম নির্ধারণের সময় বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের কথা উল্লেখ করা হয় না। এবার তার ব্যতিক্রম হয়েছে। সরকারের বরাবর ড. ফরাসউদ্দিনের পেশকৃত প্রতিবেদনে ঠিক কী আছে, কীভাবে ও কী ভাষায় বলা হয়েছে জানা না গেলেও পত্রপত্রিকার রিপোর্ট থেকে জানা যায়, তিনি এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের ৬ মাস পর স্কেলভুক্ত করতে পরামর্শ দিয়েছেন। বলা বাহুল্য তার পরামর্শ মোতাবেক সরকার সিদ্ধান্ত নিলে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা যে আশাহত হবেন তাতে সন্দেহ নেই। বিএনপি সরকারের সময়ও এ ধরনের পরামর্শ দেয় হয়েছিল শিক্ষকদের সরকারের বিপরীতে দাঁড় করিয়ে দেয়। গত ৬ বছর শিক্ষকরা বিরোধী দলের পক্ষ নিয়ে অথবা তাদের উসকানিতে কোনো আন্দোলন করেননি। বরং শেখ হাসিনার প্রতি বলিষ্ঠ সমর্থন দিয়ে এসেছেন। পাবলিক পরীক্ষার সময় বিরোধীদের হরতাল দেয়া, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে দেশের শিক্ষা এবং অর্থনীতি ধ্বংসের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে শিক্ষক সমাজ দৃঢ়ভাবে তার সরকারকে সমর্থন দিয়েছে। এবারও ধৈর্য ধারণ করে তাদের প্রত্যাশায় অপেক্ষারত থাকার কথা ছিল এ বিবেচনায় যে, অতীতের মতো শেখ হাসিনার সরকার শিক্ষকদের বিনা আন্দোলনে নতুন স্কেলে অন্তর্ভুক্ত করবেন। কিন্তু এবারের জাতীয় বেতনক্রম নির্ধারণ কমিটির কারণে তা হয়নি। একথা সত্য, শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা সচিব একথা বলেননি যে, এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা নতুন স্কেলভুক্ত হবেন না। তবে দিন-তারিখ নির্ধারণ নিশ্চিত করে বলতেও পারেননি।

এরই মধ্যে নির্ধারিত যোগ্যতার শর্তপূরণ করেও কয়েক হাজার শিক্ষক-কর্মচারী কয়েক বছর ধরে এমপিওর প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০১১ সালের প্রজ্ঞাপন জারির আগে দেশে এমপিওপ্রাপ্তির জন্য যোগ্যতার শর্ত পূরণকারী স্কুল, ডিগ্রি পাস ও অনার্স-মাস্টার্স কলেজ, কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসাসহ ৯ হাজার ৬৭৪টি নন এমপিও প্রতিষ্ঠান ছিল। সেখানে শিক্ষক সংখ্যা ৭৭ হাজার ৯০ আর কর্মচারী ৩৪ হাজার ২২। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৯ লাখ ৯৮। এসব প্রতিষ্ঠানের পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক। কিন্তু যোগ্যতার শর্ত পূরণ সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত এমপিওবঞ্চিত। এমপিওর নীতিমালা করা হবে বলে মাঝে মধ্যে ঘোষণা করা হলেও ওই নীতিমালা এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

এ পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তাদের প্রাপ্য মর্যাদা, এমপিওভুক্ত এবং এমপিওর জন্য অপেক্ষমাণ শিক্ষক-কর্মচারীরা স্কেলভুক্তি ও প্রাথমিক শিক্ষকরা তাদের পদোন্নতির জন্য শেখ হাসিনার দিকে চেয়ে আছেন। তাদের একান্ত আশা, অর্থ মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে যেখানে যতটুকু প্রয়োজন উপযুক্ত নির্দেশনা দিয়ে তিনি তাদের প্রত্যাশা পূরণ করবেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরই মধ্যে অবশ্য সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রস্তাবিত বেতন স্কেল বাস্তবায়নের ব্যাপারে আশ্বস্ত করেছেন। তারা তাতে নিশ্চিত হলেও বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেসরকারি স্কুল, কলেজ, কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসার এমপিওভুক্ত পাঁচ লাখ শিক্ষক-কর্মচারী আশা-নিরাশায় দুলছেন। তারা বিশ্বাস করেন, শেখ হাসিনা তাদের সংশয়মুক্ত করতে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন।

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ : *প্রধান সমন্বয়কারী, জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট*
e-mail: principalqfahmed@yahoo.com